দর্শনায় আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগ শীর্ষক মাঠ দিবস

একর প্রতি আখের ফলন বৃদ্ধি ও গুণগত মানসম্পন্ন আখ উৎপাদনের লক্ষ্যে ‘আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগ’ শীর্ষক মাঠ দিবস ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে কেরু অ্যান্ড কোম্পানির আকন্দবাড়িয়া পরীক্ষামূলক কৃষিখামারে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেরু চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) আশরাফুল আলম ভূঁইয়া। উপব্যবস্থাপক (সম্প্রসারণ) মাহবুবুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এই মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঐতিহ্যবাহী কেরু অ্যান্ড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান এফসিএমএ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেরু চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক (কারখানা) সুমন কুমার সাহা, উপব্যবস্থাপক (সম্প্রসারণ, বীজ) দেলোয়ার হোসেন, ব্যবস্থাপক (জৈব সার) জাকির হোসেন, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) চুয়াডাঙ্গা উপকেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ওবায়দুল্লাহ শেখ, কেরুজ কৃষি খামার ইনচার্জ সুমন কুমার সাহা, ডিহি খামারের ইনচার্জ ইমদাদুল হক এবং আখচাষী মোরশেদুর রহমান লিংকন, সিরাজুল ইসলাম মনি, শামিম হোসেন, আফজালুর রহমান ধীরু, আদিল হক ডাবলু, আব্দুল আওয়াল, সোহেল রানা, শেখ ফরিদ আহম্মেদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে কেরু চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান বলেন, “আখের অধিক ফলন পেতে হলে আগামীতে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে আখ চাষের কোনো বিকল্প নেই। আখের মূল্য বৃদ্ধির দাবির প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে তিনি বলেন, আগামী রোপণ মৌসুমের আগেই আখের মূল্য বৃদ্ধির ঘোষণা আসবে।”

তিনি আরও বলেন, আখ চাষ বাড়ান, এতে অধিক লাভবান হবেন। কেরু অ্যান্ড কোম্পানির পক্ষ থেকে চাষিদের সবধরনের সহায়তা প্রদান করা হবে।
তিনি জানান, এই মাঠ দিবসে আখ চাষে আধুনিক প্রযুক্তি এবং সাথী ফসল

চাষাবাদের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মাঠ দিবসে কেরু অ্যান্ড কোম্পানির কর্মকর্তারা এবং এলাকার বিভিন্ন আখচাষী উপস্থিত ছিলেন। আধুনিক পদ্ধতিতে আখ চাষ এবং এর সঙ্গে অন্যান্য ফসল (যেমন: ডাল, তেলবীজ ইত্যাদি) চাষ করে লাভবান হওয়ার উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

এছাড়া, আখ চাষে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধান নিয়েও মতবিনিময় হয়। বিশেষভাবে, রোগমুক্ত আখ বীজ উৎপাদন ও তার বিস্তারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

কেরু অ্যান্ড কোম্পানির পক্ষ থেকে আখচাষীদের উন্নত মানের বীজ সরবরাহ এবং কারিগরি সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।
এই ধরনের মাঠ দিবস আখচাষীদের আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতন করতে এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যের মান উন্নয়নে সহায়ক হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

দামুড়হুদায় তামাক বিরোধী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য ও কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তামাক বিরোধী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার (২৯শে জুন) সকাল ১১ টার দিকে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সভাকক্ষে ধুমপান ও তামাকজাত পণ্য দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা তিথি মিত্র’র সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অনুষ্ঠান শুরু হলে, ধূমপান ও তামাকজাত পণ্য দ্রব্যের ব্যবহার হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের উপর ডিজিটাল পর্দায় স্যালাইট শো প্রদর্শন করেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ফাহমিদা আক্তার রুনা। একই সময় তামাক বিরোধী আইন কানুন নিয়ে বক্তব্য রাখেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান।

এমসময় উপস্থিত ছিলেন, সমাজসেবা কর্মকর্তা তোফাজ্জল হক, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবীর, দর্শনা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক রকিবুল হাসান তোতা, স্যানেটারী ইন্সপেক্টর নিয়ামত আলী, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবু হাসান, মহিলা বিষয় কর্মকর্তা হোসনে জাহান, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) নিজাম উদ্দিন, নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী, নাটুদহ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম শফি, বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের ছাত্র প্রতিনিধি আজহারুল আলী, তারভীর অনিক প্রমূখ।

দর্শনায় ড্রেন নির্মাণে জন-সাধারণের চলাচলে চরম দুর্ভোগ

দর্শনা মদনা গ্রামের ড্রেন নির্মাণ করতে গিয়ে জন-সাধারণের চলাচলে চরম দুর্ভোগে ফেলেছে ঠিকাদার রবিন।

পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের মদনা দক্ষিণ পাড়ার লোকজন জানান, অমাদের দক্ষিণ পাড়ার ৮/৯শত পরিবারের লোকজনের চলাচলের একমাত্র সড়কের মুখে ড্রেন করতে কালভাট খুড়ে চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে।

তারা জানান, অর্ধেক ঢালায় করে অর্ধেক সড়ক রেখে চলাচল ব্যবস্থা করে কালভাট নির্মাণ করার নিয়ম থাকলেও তা না করে সড়কের মুখে পুরা অংশ খাল করে জন-সাধারণের চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। তারপর ড্রেনের মাটি প্রধান সড়কের উপর ফেলেছে। ফলে বৃষ্টিতে কাঁদা ও পানি জমে সড়কে চলাচল করতে জন-সাধারণকে চরম দুভোর্গ পোহাতে হচ্ছে।

এ বিষয়ে ঠিকাদার রবিন এর সাথে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে ফোনে পাওয়া যায়নি।

চুয়াডাঙ্গায় বসুন্ধরা শুভসংঘের নবগঠিত কমিটির পরিচিতি সভা

বসুন্ধরা শুভসংঘের চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার নতুন কমিটির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বেলা এগারোটায় শহরের কোর্ট মোড়ের স্থানীয় দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার মিলনায়তনে এ সভার আয়োজন করা হয়। শুভসংঘের নবনির্বাচিত সভাপতি অ্যাড. আ স ম আব্দুর রউফের সভাপতিত্বে কমিটির ৩০ জন সদস্য সভায় অংশ নেন।

নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক হেমন্ত কুমার সিংহ রায়ের সঞ্চালনায় পরিচিতি সভায় দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা নাজমুল হক স্বপন, অ্যাড. মারুফ সারোয়ার বাবু, তালিম খসরু, জামান আখতার ও জিসান আহমেদ।

নবনির্বাচিত কমিটির সহ-সভাপতি ড. মুন্সি আবু সাঈফ, কামাল উদ্দীন জোয়ার্দ্দার; যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জান্নাতুল আওলিয়া নিশি, অ্যাড. নাজমুল আহসান; সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুজ্জামান সেলিম; দপ্তর সম্পাদক শেখ লিটন; প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক শামসুজ্জোহা রানা; অর্থ সম্পাদক পলাশ কুমার সাহা; কর্ম ও পরিকল্পনা সম্পাদক সাকিব বিশ্বাস; নারী বিষয়ক সম্পাদক মাহমুদা অনি; সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মনোয়ারা খুশি; সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাইফুল্লাহ আল সাদিক; ক্রীড়া সম্পাদক সালমান ফারসি; তথ্য ও যোগাযোগ সম্পাদক সোহানুর রহমান; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক জান্নাতুল মাওয়া; শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. রেজওয়ানুল হক সজীব; আপ্যায়ন বিষয়ক সম্পাদক তানজিম তমাল এবং কার্যনির্বাহী সদস্য সুমন পারভেজ, হুমায়ুন কবির রিমু, হেলেনা নাসরিন, সামিউল ইসলাম, মইন আশরাফ, ফিরোজ হোসেন, মিকাইল হোসেন, রাসেল আলী, নাফিস আহমেদ, কামাল পাশা ও সাদমান সাকিব রাকেশ উপস্থিত ছিলেন।

পরিচিতি সভায় উপদেষ্টা ও দৈনিক সময়ের সমীকরণ এর প্রধান সম্পাদক নাজমুল হক স্বপন বলেন, “বসুন্ধরা অর্থ পৃথিবী আর শুভসংঘ অর্থ শুভ কাজের জন্য একত্রিত হওয়া। পৃথিবীর সকল শুভ ও ভালো কাজের জন্য

একত্রিত করার যে উদ্যোগ, তা নিশ্চয় সফলতা আনবে। এজন্য বসুন্ধরা গ্রুপকে ধন্যবাদ জানাই।”

উপদেষ্টা ও জেলা জজ কোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাড. মারুফ সারোয়ার বাবু বলেন, “বসুন্ধরা শুভসংঘের স্লোগান ‘শুভ কাজে সবার পাশে’। অর্থাৎ, সকল ভালো কাজের সঙ্গে বসুন্ধরা শুভসংঘ থাকবে এটিই প্রত্যাশা করি। এজন্য আমাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা থাকবে।”

পরিচিতি সভা শেষে চুয়াডাঙ্গা জেলা আইনজীবী সমিতি চত্বরে একটি গাছের চারা রোপণ করা হয়। ‘গাছ লাগাই, ভবিষ্যৎ বাঁচাই’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নতুন কমিটির শুভ উদ্যোগ হিসেবে গাছ লাগিয়ে কার্যক্রমের সূচনা করা হয়।

এ সময় শুভসংঘ চুয়াডাঙ্গা জেলা সভাপতি অ্যাড. আ স ম আব্দুর রউফ বলেন, “শুভসংঘের এমন মহৎ উদ্যোগ সত্যিই সময়োপযোগী ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের কর্মসূচি সকলের মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা, পরিবেশ-সচেতনতা এবং মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলে। শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় সীমাবদ্ধতা নেই, প্রকৃত শিক্ষা তখনই পূর্ণতা পায় যখন আমরা সমাজের জন্য, পরিবেশের জন্য কিছু করতে পারি।”

কর্মসূচিতে শুভসংঘ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক হেমন্ত কুমার সিংহ রায় বলেন, “জলবায়ু পরিবর্তন, উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং দিন দিন কমে যাওয়া সবুজ ভূমি আমাদের ভবিষ্যতের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, একটি গাছ লাগানো মানে একটি প্রাণ রক্ষা করা। এই কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা পরিবেশ রক্ষায় তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে চাই।”

উল্লেখ্য, বসুন্ধরা গ্রুপের সহযোগিতায় পরিচালিত বসুন্ধরা শুভসংঘ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তরুণদের সম্পৃক্ত করে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখাও এ কার্যক্রমে অঙ্গীকারবদ্ধ।

চট্টগ্রামে অপহৃত ব্যক্তি এক মাস পর দামুড়হুদায় উদ্ধার

চট্টগ্রাম থেকে দীর্ঘ এক মাস পৃর্বে এক ট্রাক ড্রাইভার অপহরণ হওয়ার পর দামুড়হুদার পুরাতন বাস্তবপুর থেকে স্থানীয়রা হাতকড়া অবস্থায় উদ্ধার করে দামুড়হুদা মডেল থানায় সৌর্পদ্য করেছেন।

অপহরণ হওয়া ব্যক্তি হলো আলমগীর হোসেন (৩১) চট্টগ্রাম জেলার বুজপুর থানার কাঞ্চনা গ্রামের ইউসুফ আলীর ছেলে। গত বুধবার সন্ধ্যা সাতটার সময় পুরাতন বাস্তবপুর থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। তার পরিবারের কেউ এখনো থানায় না আসায় তাকে থানা হেফাজতেই রেখেছেন পুলিশ।

এলাকাবাসী ও প্রত্যক্ষদর্শীর থেকে জানা যায়, গত ১৭/০৫/২৫ ইং তারিখে চট্টগ্রাম জেলার বুজপুর থানার কাঞ্চনা গ্রামের ইউসুফ আলীর ছেলে আলমগীর হোসেন চট্টগ্রামে ট্রাক থামিয়ে প্রকৃত ডাকে সাড়া দিয়ে পাশে গেলে একদল চক্র তাকে হাতে হাতকড়া পরিয়ে চোখ বেঁধে তাকে অপহরণ করে। পরে তাকে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে মুক্তিপণের দাবি করেন। মুক্তিপণ না দেওয়ায় তাকে ঐ অবস্থায় বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে আটক রাখে। পরে দামুড়হুদা উপজেলা পুরাতন বাস্তবপুর গ্রামে নিয়ে এসে ঘরে বন্দি করে রাখে।

গত ২৫/০৬/২৫ ইং তারিখে সন্ধ্যার সময় কেউ বাড়িতে না থাকায় আলমগীর হোসেন ঘর থেকে বেরিয়ে মেইন রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তার হাতে হাতকড়া পরানো দেখে স্থানীয়রা তাকে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত এখনো আলমগীর হোসেন থানা হেফাজতেই রয়েছেন। দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ তার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করলে এখনো পর্যন্ত তার পরিবারের কোনো লোকজন থানায় এসে পৌঁছায়নি। কেন তার পরিবার এখনও পর্যন্ত তাকে নিতে আসেনি এটা বোধগম্য নয়। তাহলে কি এর মধ্যে কোন রহস্য আছে এটাই ধারণা এলাকাবাসীর। এদিকে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ পুরাতন বাস্তবপুর থেকে দুজন মহিলাকে জিজ্ঞেসসাবাদের জন্য থানা হেফাজতে নেন। পরে জিজ্ঞেসাবাদ করে তাদেরকে ছেড়ে দেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবির সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, অপহরণ এক ব্যক্তিকে স্থানীয়দের মাধ্যমে উদ্ধার

করা হয়েছে। ভিকটিমের পরিবারের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তার পরিবারের লোকজন আসলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দর্শনায় ইয়াবাসহ গ্রেফতার-১

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১০২পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ জোহরা বেগম জহুরাকে (৫০) গ্রেফতার করেছে।গ্রেফতারকৃত জোহরা বেগম দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়িয়া উত্তর পাড়ার হাসমত আলীর স্ত্রী।

জানা যায়, আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে অভিযান চালায় দর্শনা আকন্দবাড়িয়ায় ।

এ সময় দর্শনা থানার চৌকস এস আই মাসুদুর রহমান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে ইয়াবা ট্যাবলেটসহ বেচাকেনার সময় হাতেনাতে জহুরা বেগমকে গ্রেফতার করে। পরে তার শরীর তল্লাশি করে ১০২ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় পুলিশ বাদি হয়ে আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা রুজু করেছে। গতকালই জহুরা বেগমকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করেছে।

দামুড়হুদায় ফল উৎসব মেলা ও কৃষি উপকরণের উদ্বোধন

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে ফল উৎসব মেলা ও কৃষি উপকরণের শুভ উদ্বোধন করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার তিথি মিত্র। আজ বুধবার বেলা ১২ টার দিকে কৃষি অফিসের আয়োজনে ফল

উৎসব মেলা ও কৃষি উপকরণের শুভ উদ্বোধন করা হয়।

এ সময় দেশীয় বিভিন্ন জাতের ফল দিয়ে সাজানো ইনস্টলটি ঘুরে দেখেন ও কৃষি উপকরণ ধানের বীজ ও নারিকেলের, তালের চারা কৃষকদের হাতে তুলে দেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার তিথি মিত্র।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, সমাজ সেবা কর্মকর্তা তোফাজ্জল হক, প্রকৌশলী কর্মকর্তা আব্দুর রশিদ, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি শামসুজোহা পলাশ, মৎস্য কর্মকর্তা বিল্লাল হোসেন, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আল সাবাহ, একাডেমি মাধ্যমিক স্কুল সুপার ভাইজার রাফিজুল ইসলাম, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার অভিজিৎ কুমার বিশ্বাসসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ ও আমন্ত্রণিত অতিথিবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গায় বিসিক শিল্প নগরীর প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত উদ্বুদ্ধকরণ সভা

চুয়াডাঙ্গায় বিসিক শিল্প নগরীর প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আজ বুধবার বিকাল তিনটার সময় বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) জেলা কার্যালয় চুয়াডাঙ্গার উদ্যোগে এবং জেলা প্রশাসন চুয়াডাঙ্গার সার্বিক সহযোগিতায় বিসিক শিল্পনগরীর প্লট বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত একটি উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় চুয়াডাঙ্গা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) শারমিন আক্তার। সভায় বিসিক শিল্পনগরীতে

প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত নীতিমালা, প্রক্রিয়া এবং উদ্যোক্তাদের জন্য বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

এ সভার মূল লক্ষ্য ছিল চুয়াডাঙ্গা জেলার সম্ভাবনাময় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদেরকে বিসিক শিল্পনগরীতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা এবং শিল্প বিকাশের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিসিক চুয়াডাঙ্গার উপব্যবস্থাপক এ বি এম আনিসুজ্জামান।

এছাড়াও সভায় জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন ব্যাংকের প্রতিনিধিগণ, স্থানীয় ব্যবসায়ীবৃন্দ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

সভায় অংশগ্রহণকারীগণ বিসিক শিল্পনগরীর ভূমি ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামোগত সুবিধা, অর্থায়নের সুযোগ এবং উদ্যোক্তাদের জন্য সম্ভাব্য করণীয় বিষয়ে আলোচনা করেন। অংশগ্রহণকারীরা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং জেলা পর্যায়ে শিল্পোন্নয়নে বিসিকের কার্যক্রম আরও গতিশীল করার আহ্বান জানান।

চুয়াডাঙ্গায় ধর্ষণ মামলায় দুইজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা ও জীবননগর উপজেলার পৃথক দুটি ধর্ষণ মামলায় নাজমুল হক ও আব্দুল খালেক নামের দুজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। একইসাথে তাদের এক লাখ টাকা করে জরিমানার আদেশ দেয়া হয়েছে।

আজ বুধবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) সৈয়দ হাবিবুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডিতরা হলেন– জীবননগর উপজেলার মিনাজপুর বানপুর গ্রামের আব্দুল

খালেক (৫৫) এবং আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদী গ্রামের নাজমুল হক (৩৩)।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ২০১৫ সালের ৮ জুন মিনাজপুর বানপুর গ্রামের ৬ বছর বয়সী এক শিশু মেয়েকে ধর্ষণ করেন আব্দুল খালেক। ওই ঘটনায় শিশুর বাবা বাদী হয়ে ৯ জুন জীবননগর থানায় ধর্ষণের মামলা দায়ের করেন। জীবননগর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আকরাম হোসেন তদন্ত শেষে ওই বছর ৩০ জুলাই আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। মামলার স্বাক্ষীদের স্বাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আসামি আব্দুল খালেককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ১ লাখ টাকা অর্থদণ্ডাদেশ দেয়া হয়।

অপরদিকে, ২০২১ সালের ৮ সেপ্টেম্বর আলমডাঙ্গার বাড়াদী গ্রামের মীরপাড়ার এক বাড়িতে ঢুকে এক কিশোরীকে ধর্ষণ করেন আসামি নাজমুল হক। এতে কিশোরী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে কিশোরীর বাবা বাদী হয়ে ওই বছরের ১৯ ডিসেম্বর আলমডাঙ্গা থানায় ধর্ষণের মামলা করেন। পরে ২০২২ সালের ২৬ অক্টোবর আলমডাঙ্গা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) খসরু আলম তদন্ত শেষে আসামি নাজমুলের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। মামলার স্বাক্ষীদের স্বাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আসামি নাজমুল হককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ১ লাখ টাকা অর্থদণ্ডাদেশ দেয়া হয়।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) শাহজাহান মুকুল জানান, পৃথক দুটি রায়ে ভুক্তভোগীর পরিবার সন্তুষ্ট। ধর্ষণের ঘটনায় দুটি রায়ে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সমাজের অপরাধ প্রবণতা এই রায়ের পর কমবে বলে রাষ্ট্রপক্ষ মনে করে।

দামুড়হুদায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে দামুড়হুদায় র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকাল ১০টার দিকে “প্লাস্টিক দূষণ আর নয়, বন্ধ করার এখনই সময়” এই স্লোগানকে সামনে রেখে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালি

শেষে পরিষদের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্রের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে. এইচ. তাসফিকুর রহমান, সমাজসেবা কর্মকর্তা তোফাজ্জল হক, উপজেলা প্রকৌশলী আব্দুর রশিদ, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি শামসুজোহা পলাশ, মৎস্য কর্মকর্তা বিল্লাল হোসেন, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আল সাবাহ, একাডেমি মাধ্যমিক স্কুলের সুপারভাইজার রাফিজুল ইসলামসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ ও আমন্ত্রিত অতিথিরা।

আলোচনা সভায় বক্তারা বিশ্ব পরিবেশ দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, পরিবেশ সুস্থ না থাকলে আমরা কেউ সুস্থ থাকতে পারব না। বর্তমানে প্লাস্টিক দূষণ আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে যাওয়ায় আমাদের চারপাশের পরিবেশ মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। ক্ষুদ্র বা মাইক্রো প্লাস্টিক কণাগুলো বিভিন্ন মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে ক্যানসার, স্ট্রোক, কিডনি ড্যামেজসহ নানা দুরারোগ্য ব্যাধির সৃষ্টি করছে।

তারা আরও বলেন, প্লাস্টিক বর্জ্য অবশ্যই নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলতে হবে এবং তা রিসাইক্লিংয়ের মাধ্যমে পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া ইটভাটা বন্ধ না করলে একদিকে উর্বর ফসলি জমি নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে ইটভাটার ধোঁয়ায় পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই নিয়ম মেনে ইটভাটা পরিচালনা করতে হবে। কীটনাশক ব্যবহারেও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে পরিবেশের ক্ষতি না হয়।

তারা ইলেকট্রনিক বর্জ্যও নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং তা রিসাইক্লিংয়ের মাধ্যমে পুনঃব্যবহারের উপযোগী করে পরিবেশ রক্ষার আহ্বান জানান।